রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৬, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ কার্তিক ১৪২৮/১৪ নভেম্বর ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৭০.১৯.১৪৬।—'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০১২ সালে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ২.১.৩ অনুচ্ছেদের ৪ নম্বর ক্রমিকে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্বাহী বিভাগের কর্মচারীদের প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে।

সময়ের প্রয়োজনে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় সাধনপূর্বক একে আরো বেশি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে এই নীতিমালা অনুসরণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: কামাল হোসেন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মূল্য : টাকা ৮.০০

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১

১। পটভূমি:

'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। এ কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭'-এর সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন করে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১' প্রণয়ন করা হলো।

২। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণে প্রতি অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৩। পুরস্কার প্রদানের পর্যায়:

শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ বিবেচনা করা হবে:

৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিব*;

৩.২ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রেড-২ হতে গ্রেড- ৯, গ্রেড-১০ হতে- ১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী**;

---

* সচিব বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবকে বুঝাবে।

** কর্মচারী বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সকলকে বুঝাবে।

৩.৩ প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার নিজ নিজ কার্যালয়ের গ্রেড-২ হতে গ্রেড- ৯, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড- ১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী; এবং আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক/ জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৪ আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের নিজ নিজ কার্যালয়ের গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-৯ (যেহেতু এসব কার্যালয়ে গ্রেড-২ এর কোন কর্মচারী থাকার সুযোগ নেই); গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী; এবং আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধান/গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-৯-ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে ১ জন, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬, এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী।

৪। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:**

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে এবং প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়ন সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত নম্বরসহ নিম্নের ছকে উল্লিখিত মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা যেতে পারে:

সিনিয়র সচিব/সচিব এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধান (গ্রেড-১ সহ) কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	নেতৃত্ব	১০
৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন	১০
৪	সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১০
৫	সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা	১০
৬	ই-নথি, সেবা সহজীকরণ, উদ্ভাবন ও সংস্কার কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণ	১০
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	১০
৮	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১০
৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা	১০
১০	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

উল্লেখ্য, সিনিয়র সচিব/সচিবগণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সততা ও নৈতিকতা, নেতৃত্ব, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন এই ৫ (পাঁচটি) সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের বিবেচনার জন্য থাকবে। অবশিষ্ট ৫টি সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ বিবেচনা করবেন।

দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের (গ্রেড-১ সহ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সততা ও নৈতিকতা, নেতৃত্ব, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন এই ৫ (পাঁচটি) সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সচিবের বিবেচনার জন্য থাকবে। অবশিষ্ট ৫টি সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ বিবেচনা করবেন।

গ্রেড ২-৯ ভুক্ত কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান	১০
৩	পেশাগত দক্ষতা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (ই-নথি, ই-সার্ভিস ইত্যাদি)	১০
৪	অধস্তন কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	১০
৫	দলগত কাজে সমন্বয়	১০
৬	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপরতা	১০
৮	কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্ব-প্রণোদিত উদ্যোগ	১০
৯	উদ্ভাবন ও সংস্কার কার্যক্রমে আগ্রহ	১০
১০	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

গ্রেড ১০ -১৬ ভুক্ত কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	সেবা প্রদানে দক্ষতা	১০
৩	সহকর্মী ও সেবাগ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	১০
৪	উদ্ভাবন ও সংস্কারমূলক কাজে আগ্রহ	১০
৫	কম্পিউটার ব্যবহার ও ই-কমিউনিকেশনে দক্ষতা	১০
৬	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭	নথি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা	১০
৮	দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষা	১০
৯	আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা	১০
১০	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

গ্রেড ১৭-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	সেবা প্রদানে দক্ষতা	১০
৩	সহকর্মী ও সেবাগ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	১০
৪	দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষা	১০
৫	দাপ্তরিক নিরাপত্তা সচেতনতা	১০
৬	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭	আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা	১০
৮	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১০
৯	যথাযথ পোশাক পরিধান	১০
১০	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

৫। **পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ:**

৫.১ বিবেচ্য কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদানের জন্য ন্যূনতম ৬ মাস সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে চাকরি করতে হবে।

৫.২ পুরস্কারের সূচকসমূহের বিপরীতে যথাসম্ভব প্রমাণকের ভিত্তিতে ক্যাটাগরি অনুসারে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৫.৩ কোন কর্মচারীর মোট প্রাপ্ত নম্বর ন্যূনতম ৮০ না হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৪ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তদন্তাধীন/বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা চলমান থাকলে/মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৫ একাধিক কর্মচারীর প্রাপ্ত নম্বর একই হলে যৌথভাবে সেরা কর্মচারী নির্বাচন করতে হবে এবং প্রত্যেকে পৃথকভাবে পুরস্কৃত হবেন।

৫.৬ কোন কর্মচারী একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে বদলি, পদোন্নতি বা অন্য কোন কারণে কার্যালয় পরিবর্তিত হলেও তিনি পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না। বদলীযোগ্য চাকরির জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কর্মস্থলের প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে।

৬। **শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন:**

৬.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবদের মধ্য হতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র সচিব/সচিবকে নির্বাচন করবে।

৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে। উল্লেখ্য, যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে, সে সকল বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের দপ্তর/সংস্থা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬.৩ দপ্তর/সংস্থার কর্মচারী এবং আওতাধীন আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে। উল্লেখ্য, যে সকল দপ্তর/সংস্থার বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে, সে সকল দপ্তর/সংস্থা বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদান করবে।

৬.৪ আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কর্মচারী এবং আওতাধীন উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধান/গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-৯-ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে ১ জন, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড- ১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড- ২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদানের জন্য আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে। উল্লেখ্য, যে সকল দপ্তর/সংস্থার বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে সে ক্ষেত্রে বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে এবং নিজ কার্যালয়ের কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করবে।

৭। **পুরস্কারের মান:**

পুরস্কার হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং একমাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে, কোন কর্মচারী যে মাসে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হবেন তার পূর্ববর্তী মাসের আহরিত মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হবেন।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd